বিস্‌মিল্লাহির রাহমানির রাহিম

একটি অরাজনৈতিক ও পেশাভিত্তিক সংগঠন

বাংলাদেশ রিক্রুটিং এজেন্সিস ফোরাম (বিআরএএফ)
BANGLADESH RECRUITING AGENCIES FORUM (BRAF)

এর

গঠনতন্ত্র

সাধারণ বীমা সদন, ২৪-২৫ দিলকুশা বা/এ, ঢাকা-১০০০।
মোবাইল ঃ ০১৭১৩-৭১৫৬১৮

বিস্‌মিল্লাাহির রাহমানির রাহিম।

একটি অরাজনৈতিক ও পেশাভিত্তিক সংগঠন হিসাবে পরিচালিত

বাংলাদেশ রিক্রুটিং এজেন্সিস ফোরাম (বিআরএএফ)

BANGLADESH RECRUITING AGENCIES FORUM (BRAF)

এর

গঠণতন্ত্র

ধারা-১ ঃ সংগঠনের নাম, প্রকৃতি ও আইনি অবস্থান এবং লোগোর তাৎপর্য ঃ

১.১। বাংলায় ঃ বাংলাদেশ রিক্রুটিং এজেন্সিস ফোরাম (বিআরএএফ)।

ইংরেজীতে ঃ **BANGLADESH RECRUITING AGENCIES FORUM (BRAF).**

১.২। এাট একটি অরাজনৈতিক ও পেশাভিত্তিক সংগঠন।

১.৩। সংগঠনটি একটি স্বতন্ত্র আইনগত সত্তা হিসাবে কাজ করিবে এবং নিজ নামে সম্পত্তি অর্জন, মামলা দায়ের ও মোকাবিলা করিতে পারিবে।

১.৪। লোগোর তাৎপর্য -

১.৪.১. মুষ্টিবদ্ধ হাত-

লোগোর মাঝখানে থাকা মুষ্টিবদ্ধ হাত শক্তি, ঐক্য, প্রতিবাদ এবং অধিকার রক্ষার প্রতীক।

এটি বোঝায় যে সংগঠনের সদস্যরা ঐক্যবদ্ধভাবে রিক্রুটিং এজেন্সি মালিকদের স্বার্থ রক্ষা, ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠা এবং বৈদেশিক কর্মসংস্থান খাতে ইতিবাচক ভূমিকা রাখার জন্য কাজ করবে।

১.৪.২. মানুষের সমাবেশের চিত্র-

হাতের নিচে মানুষের সমাবেশের ছায়া সংগঠনের সমষ্টিগত শক্তি ও অংশগ্রহণ নির্দেশ করে।

এটি বোঝায় যে এই ফোরাম একক কোনো ব্যক্তি নয়, বরং সকল সদস্যের সম্মিলিত প্রচেষ্টার একটি প্ল্যাটফর্ম।

১.৪.৩. লাল ও সবুজ বৃত্ত-

লোগোর ভেতরের লাল ও সবুজ রঙ বাংলাদেশের জাতীয় পতাকার প্রতীকী রঙ।

সবুজ : আশা, উন্নয়ন ও সমৃদ্ধি, লাল : ত্যাগ, সাহস ও সংগ্রাম

এটি বোঝায় যে সংগঠনটি দেশের অর্থনীতি ও বৈদেশিক কর্মসংস্থানের উন্নয়নে কাজ করবে।

১.৪.৪. বৃত্তাকার কাঠামো-

লোগোর গোলাকার আকার ঐক্য, স্থায়িত্ব এবং সমন্বয় নির্দেশ করে।

এটি বোঝায় যে সংগঠনের সকল সদস্য একটি শক্তিশালী ও সুসংগঠিত নেটওয়ার্কের অংশ।

১.৪.৫. লাল তারকা-

দুই পাশে থাকা তারকা নেতৃত্ব, সাফল্য ও অগ্রগতির প্রতীক।

এটি সংগঠনের লক্ষ্য ও ভবিষ্যৎ সাফল্যের দিকনির্দেশনা প্রকাশ করে।

১.৪.৬. প্রতিষ্ঠা সাল – ২০২৩-

নিচে উল্লেখিত প্রতিষ্ঠা: ২০২৩ ইং সংগঠনটির আনুষ্ঠানিক যাত্রার সূচনা নির্দেশ করে এবং ভবিষ্যতে এই সংগঠন একটি শক্তিশালী প্রতিষ্ঠানে পরিণত হওয়ার প্রত্যাশা প্রকাশ করে।

১.৪.৭ সারসংক্ষেপ-

এই লোগোটি ঐক্য, শক্তি, অধিকার রক্ষা, দেশপ্রেম এবং বৈদেশিক কর্মসংস্থান খাতের উন্নয়নে সম্মিলিত প্রচেষ্টার প্রতীক। এটি বোঝায় যে বাংলাদেশ রিক্রুটিং এজেন্সিস ফোরাম (বিআরএএফ) রিক্রুটিং এজেন্সিগুলোর স্বার্থ সংরক্ষণ ও দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে ভূমিকা রাখতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

ধারা- ২ ঃ সংগঠনের ঠিকানা ঃ

২.১। প্রধান কার্যালয়ের ঠিকানা ঃ সাধারণ বীমা সদন, ২৪-২৫ দিলকুশা বা/এ, ঢাকা-১০০০।

২.২। পরবর্তীতে নিবন্ধন কর্তৃপক্ষ/কর্তৃপক্ষ/এনজিও ব্যুরো/উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে ইহার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সমূহ বাস্তবায়নের নিমিত্তে প্রধান কার্যালয় বা অন্যান্য অফিসের ঠিকানা প্রয়োজনবোধে দেশের বিভিন্ন স্থানে স্থাপন করা যাইবে।

ধারা-৩ ঃ কর্ম এলাকা ঃ

সমগ্র বাংলাদেশ। ভবিষ্যতে সংস্থার কার্যনির্বাহী পরিষদের সিদ্ধান্তক্রমে এবং নিবন্ধন কর্তৃপক্ষ/কর্তৃপক্ষ/এনজিও ব্যুরো/উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে ইহার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সমূহ বাস্তবায়নের নিমিত্তে কর্ম এলাকা সম্প্রসারণ করা যাইবে।

ধারা -৪ ঃ সংজ্ঞা সমূহ ঃ

৪.১। বিআরএএফ বলিতে বাংলাদেশ রিক্রুটিং এজেন্সিস ফোরামকে বুঝাইবে।

৪.২। কার্যকরী পরিষদ বা পরিচালনা পরিষদ বলিতে বাংলাদেশ রিক্রুটিং এজেন্সিস ফোরামের কার্যকরী পরিষদকে বুঝাইবে।

৪.৩। সাধারণ পরিষদ বলিতে **বিআরএএফ** এর সাধারণ পরিষদকে বুঝাইবে।

৪.৪। নিয়মাবলী বলিতে গঠনতন্ত্রে বর্ণীত ধারা ও উপধারাকে বুঝাইবে।

৪.৫। রেজিস্ট্রেশন কর্তৃপক্ষ বলিতে নিবন্ধন কর্তৃপক্ষ/অধিদপ্তর কে বুঝাইবে।

৪.৬। সংগঠন বলিতে **বিআরএএফ** কে বুঝাইবে।

৪.৭। সভাপতি বলতে **বিআরএএফ-**এর সভাপতিকে বুঝাইবে।

৪.৮। মিটিং বলিতে সংগঠনের সাধারণ পরিষদ ও কার্যকরী পরিষদের মিটিং বুঝাইবে।

৪.৯। সরকার বলিতে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারকে বুঝাইবে।

ধারা-৫ ঃ সংগঠনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ঃ

একটি অলাভজনক, অরাজনৈতিক, পেশাভিত্তিক সংগঠন হিসাবে ইহার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হইবে নিম্নরূপ ঃ

৫.১। সমমনা সকল রিক্রুটিং এজেন্সি মালিকগণকে সংগঠিত করিয়া যৌতিক দাবী আদায় এবং উন্নয়নমূলক কাজে নিয়োজিত করা।

৫.২। রিক্রুটিং এজেন্সি মালিকদের ব্যবসায়িক, আইনি ও পেশাগত স্বার্থ সংরক্ষণ, উন্নয়ন ও সুরক্ষা নিশ্চিত করা।

৫.৩। সংশ্লিষ্ট সরকারি দপ্তর যেমন প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, বিএমইটি প্রভৃতির সাথে সমন্বয় রক্ষা করিয়া নীতিনির্ধারণী পর্যায়ে সদস্যদের প্রতিনিধিত্ব করা।

৫.৪। আন্তর্জাতিক শ্রমবাজার সম্প্রসারণে যৌথ উদ্যোগ গ্রহণ ও তথ্য আদান-প্রদান নিশ্চিত করা।

৫.৫। সদস্যদের মধ্যে সুস্থ প্রতিযোগিতা, নৈতিক ব্যবসায়িক আচরণ ও স্বচ্ছতা বজায় রাখা করা।

৫.৬। সদস্যদের জন্য প্রশিক্ষণ, সেমিনার, কর্মশালা ও আইনি সহায়তা প্রদান করা।

৫.৭। ভুয়া রিক্রুটিং কার্যক্রম প্রতিরোধে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ এবং লাইসেন্সধারী মালিকদের স্বার্থ রক্ষা করা।

৫.৮। বিদেশি নিয়োগকর্তা ও দূতাবাসের সাথে সমন্বয় করিয়া নিরাপদ ও টেকসই মাইগ্রেশন নিশ্চিত করা।

৫.৯। প্রয়োজনে সদস্যদের পক্ষে সমষ্টিগত দরকষাকষি (Collective Bargaining) করা।

৫.১০।সদস্যদের বিরুদ্ধে অন্যায় প্রশাসনিক বা আইনি হয়রানির ক্ষেত্রে সংগঠনগত সহায়তা প্রদান করা।

৫.১১।প্রবাসী শ্রমবাজারে বাংলাদেশি রিক্রুটিং এজেন্সিগুলোর মর্যাদা ও সক্ষমতা বৃদ্ধি করা।

৫.১২।জনগণকে জনসম্পদে রূপান্তরিত করিতে টেকসই প্রশিক্ষনের ব্যবস্থ্যা করা। প্রয়োজনে প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট স্থাপন করা।

৫.১৩।**কারিগরী প্রশিক্ষনঃ** হাতে কলমে কারিগরী শিক্ষা ও প্রশিক্ষনের মাধ্যমে স্বনির্ভরতা আনায়নের চেষ্টা করা। দেশের অর্থনীতি সচল রাখিবার নিমিত্বে আমাদের জনশক্তি বিভিন্ন দেশে প্রেরনের মাধ্যমে বৈদেশিক মূদ্রা অর্জনে সহায়তা করা।

৫.১৪।বিভিন্ন জাতীয় দিবস ও উৎসব সমুহ পালন করা।

৫.১৫।সংগঠনকে টেকসই করিবার লক্ষ্যে ভূমি ক্রয়ের মাধ্যমে উহার উন্নয়ন করিয়া প্লট বা ফ্ল্যাট আকারে বিক্রয়ের মাধ্যমে আয় বৃদ্ধি করা।

৫.১৬।ইহা ছাড়া সংগঠনের আদর্শ ও উদ্দেশ্য এর সাথে সঙ্গতিপূর্ন যে কোন কার্যক্রম গ্রহন করিতে পারিবে।

৫.১৭।নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্য ও সেবা সামগ্রী সহজে মানুষের নিকট পৌঁছিয়ে দেওয়ার নিমিত্তে সুপারশপ প্রতিষ্ঠা করা।

ধারা-৬ ঃ সদস্য হওয়ার নিয়মাবলী ঃ

৬.১। বাংলাদেশী যে কোন রিক্রুটিং এজেন্সি মালিক সংবিধানের প্রতি আনুগত্য স্বীকার করিয়া সংবিধানের নিয়মাবলি পালনে আস্থা পোষন করিলে তিনি সংগঠনের সদস্য পদের জন্য যোগ্য হইবেন।

৬.২। এই সংগঠনের সদস্য হইতে ইচ্ছুক ব্যাক্তিকে সংস্থার সভাপতি/সাধারন সম্পাদক বরাবরে আবেদন করিতে হইবে। আবেদন কার্যনির্বাহী পরিষদের সভায় অনুমোদন হইলে সাধারণ সম্পাদক সদস্য পদ প্রদান করিবেন।

৬.৩। কার্যনির্বাহী পরিষদের সভায় আবেদন পত্র অনুমোদনের পর ১০০০/= (এক হাজার) টাকা ভর্তি ফি প্রদান পূর্বক ভর্তি হইতে হইবে এবং ৫০০ (পাঁচ শত) টাকা হারে মাসিক চাদা পরিশোধ করিতে হইবে।

ধারা-৭ ঃ সদস্য শ্রেণী বিভাগ ঃ

এই সংগঠনে ৩ প্রকার সদস্য থাকিবে যথা-

৭.১। প্রতিষ্ঠাতা সদস্য

৭.২। দাতা সদস্য

৭.৩। সাধারণ সদস্য

ধারা-৮ ঃ সদস্যদের অধিকার সংরক্ষণ সংক্রান্ত ধারা ঃ

৮.১। সদস্যদের মৌলিক অধিকার

৮.১.১।প্রতিটি বৈধ লাইসেন্সধারী রিক্রুটিং এজেন্সি মালিক সংগঠনের সদস্য হইতে পারিবেন।

৮.১.২। প্রত্যেক সদস্যের ভোটাধিকার সমান হইবে।

৮.১.৩। সংগঠনের আর্থিক ও প্রশাসনিক কার্যক্রমে স্বচ্ছতা বজায় থাকিবে এবং বার্ষিক অডিট বাধ্যতামূলক হইবে।

৮.১.৪। কোনো সদস্যের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার পূর্বে লিখিত কারণ দর্শানোর নোটিশ ও আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ প্রদান করিতে হইবে।

৮.২ প্রতিষ্ঠাতা সদস্যদের সুরক্ষা সংক্রান্ত বিশেষ ধারা ঃ

৮.২.১। প্রতিষ্ঠাতা সদস্যদের "স্থায়ী সম্মানিত সদস্য" হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করা হইবে।

৮.২.২। প্রতিষ্ঠাতা সদস্যদের সাধারণ ভোটে বহিষ্কার বা সদস্যপদ বাতিল করা যাইবে না; কেবলমাত্র গুরুতর অপরাধ (দুর্নীতি, জালিয়াতি, রাষ্ট্রবিরোধী কার্যক্রম) প্রমাণিত হইলে ৩/4 সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে এবং নিরপেক্ষ তদন্ত কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নেওয়া যাইবে।

৮.২.৩। প্রতিষ্ঠাতা সদস্যদের সাংগঠনিক নীতিমালা সংশোধনের ক্ষেত্রে বিশেষ পরামর্শমূলক অধিকার থাকিবে।

৮.২.৪। গঠনতন্ত্রের মৌলিক পরিবর্তন, বিলুপ্তি বা একীভূতকরণের সিদ্ধান্তে প্রতিষ্ঠাতা সদস্যদের কমপক্ষে ২/৩ সম্মতি বাধ্যতামূলক হইবে।

৮.২.৫। কোনো প্রতিষ্ঠাতা সদস্যের বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত বা রাজনৈতিক বিদ্বেষমূলক সিদ্ধান্ত গ্রহণ শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসেবে গণ্য হইবে।

৮.২.৬। প্রতিষ্ঠাতা সদস্যদের সংগঠন থেকে অপসারণের পূর্বে স্বাধীন সালিশি বোর্ড গঠন বাধ্যতামূলক থাকিবে।

৮.২.৭। প্রতিষ্ঠাতা সদস্যদের সম্মান, পরিচয় ও অবদান সংগঠনের সকল অফিসিয়াল নথিতে সংরক্ষিত থাকিবে।

ধারা-৯ ঃ শৃঙ্খলা ও ন্যায়বিচার সংক্রান্ত ধারা ঃ

৯.১। সকল শাস্তিমূলক সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে প্রাকৃতিক ন্যায়বিচারের নীতি (Principles of Natural Justice) অনুসরণ করিতে হইবে।

৯.২। শাস্তিমূলক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে আপিলের সুযোগ থাকিবে।

৯.৩। আপিল বোর্ড স্বতন্ত্র ও নিরপেক্ষ সদস্যদের নিয়ে গঠিত হইবে।

ধারা-১০ ঃ বিভিন্ন সদস্যের দায়িত্ব, সুবিধা ও অধিকার ঃ

১০.১। সাধারণ সদস্য ঃ যিনি নিয়মিত চাদা প্রদান করিবেন এবং সংস্থার সর্ব কাজে জড়িত থাকিবেন। তিনি সাধারণ সদস্য/সদস্যা হিসাবে বিবেচিত হইবেন। এই শ্রেণীর সদস্য/সদস্যাগণ সাধারণ সভায় উপস্থিত থাকিতে পারিবেন এবং সংস্থা সংক্রান্ত নিজ নিজ বক্তব্য পেশ করিতে পারিবেন ও ভোটাধিকার প্রয়োগ করিতে পারিবেন।

১০.২। প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ঃ যাহারা এই সংগঠন তৈরীর সময় প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে জড়িত ছিলেন তাহারাই এই সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা সদস্য বলে গণ্য হইবেন। তাদের ভোটাধিকার থাকিবে এবং কার্যনির্বাহী পরিষদের নির্বাচনে অংশ গ্রহন করিতে পারিবেন। প্রতিষ্ঠাতা সদস্যদের ভর্তি ফি এবং নিয়মিত মাসিক চাঁদা পরিশোধ করিতে হইবে। প্রতিষ্ঠাতা সদস্যগণও সাধারণ সদস্য হিসাবে গণ্য হইবেন।

১০.৩। দাতা সদস্য ঃ যিনি সর্বনিম্ন এক কালীন ৫০,০০০/= (পঞ্চাশ হাজার) টাকা বা সমমূল্যের কোন সম্পদ এই সংস্থায় দান করিবেন কার্যনির্বাহী পরিষদের সিদ্ধান্ত মোতাবেক তিনি দাতা সদস্য হিসাবে গণ্য হইবেন। এই শ্রেণীর সদস্য সাধারণ সভায় উপস্থিত থাকিতে পারিবেন কিন্তু তিনি ভোটে প্রতিদ্বন্দ্বীতা বা ভোট দিতে পারিবেন না। তাঁহাকে মাসিক চাঁদা দিতে হইবে না। তবে স্বেচ্ছায় কোন কিছু দান করিলে তাহা গ্রহণ করা যাইবে। দাতা সদস্যগণ সংস্থার সাধারণ সদস্য/সদস্যা নন। তাঁহারা সংস্থার সম্মানিত দাতা সদস্য হিসাবে গণ্য হইবেন।

ধারা-১১ ঃ সদস্য/সদস্যা পদ সাময়িক স্থগিত ও বাতিলকরণ সংক্রান্ত নিয়মাবলী ঃ

নিম্নোক্ত কারণে সদস্যপদ সাময়িক ভাবে স্থগিত বা বাতিল করা যাইবে।

১১.১। গঠনতন্ত্রে উল্লেখিত দায়িত্ব ও কর্তব্য যথাযথ ভাবে পালন না করিলে ও গঠনতন্ত্রের পরিপন্থি কোন কাজ করিলে।

১১.২। সমাজ ও রাষ্ট্রবিরোধী কাজে জড়িত থাকিলে।

১১.৩। কোন সদস্য পদত্যাগ, উন্মাদ, আদালত কর্তৃক সাজাপ্রাপ্ত ও অযোগ্য হইলে, মৃত্য বরণ করিলে।

১১.৪। সাংগঠনিক ও প্রশাসনিক আইন শৃঙ্খলা ভঙ্গ, সংগঠনের স্বার্থের পরিপন্থি কোন কাজে জড়িত থাকিলে।

১১.৫। অনুপস্থিতির বিষয় পূর্বে অবহিত না করিয়া কার্যনির্বাহী পরিষদের কোন সদস্য, পরপর ৩ (তিন) টি সভায় অনুপস্থিত থাকিলে তাহার সদস্যপদ কার্যনির্বাহী পরিষদ হইতে বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে।

১১.৬। সাধারণ পরিষদের সদস্য পরপর ২ (দুই) টি সভায় অনুপস্থিত থাকিলে তাহার সদস্যপদ সাধারণ পরিষদ হইতে বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে।

১১.৭। কোন সদস্য পরপর ১২ (বার) মাস সদস্য চাঁদা প্রদানে ব্যর্থ হইলে, উক্ত সদস্যকে ১৩ তম মাসে চাঁদা পরিশোধের জন্য নোটিশ প্রদান করা হইবে। নোটিশ প্রদানের ১ (এক) মাসের মধ্যে সমুদয় চাঁদা এক সাথে প্রদানে ব্যর্থ হইলে তাহার সদস্যপদ বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে।

১১.৮। বর্ণিত কারণে সদস্য/সদস্যাপদ বাতিল করিবার পূর্বে সম্পাদক, কার্যকরী পরিষদের সভায় সিদ্ধান্ত নিয়ে সংশ্লিষ্ট সদস্যকে ০৭(সাত) দিনের সময় দিয়ে একটি কারণ দর্শানোর নোটিশ ইস্যু করিবেন। নোটিশের জবাব পাওয়া না গেলে বা সন্তোষজনক না হইলে কার্যকরী পরিষদ সংশ্লিষ্ট সদস্যের সদস্যপদ বাতিল করিতে পারিবে। তবে উল্লেখিত সকল ক্ষেত্রেই ধারা-৯ অনুসরন করিতে হইবে।

ধারা-১২ ঃ সদস্য পদ পুণর্বহাল ঃ

মাসিক চাঁদা ও সভায় অনুপস্থিতের কারণে সদস্যর পদ বাতিল হইলে বাতিল সদস্য/সদস্যা পূণর্বহালের জন্য ইচ্ছা প্রকাশ করিলে তাহাকে পূনরায় ভর্তি ফি প্রদান পূর্বক সভাপতি/সেক্রেটারী বরাবর আবেদন করিতে হইবে। সভাপতি/সেক্রেটারী এই আবেদন পত্রটি কার্যনির্বাহী পরিষদের সভায় পেশ করিবেন। নির্বাহী পরিষদের সভায় উক্ত সদস্য/সদস্যা পদ বাতিলের কারণ সমূহ সম্পুর্ণ ভাবে পূরণ সাপেক্ষে কার্যনির্বাহী পরিষদ কর্তৃক অনুমোদিত হইলে, উক্ত সদস্য/সদস্যা পূণর্বহাল হইবে। তবে কোন সদস্যের মৃত্যু হইলে অথবা মস্তিস্ক বিকৃতি ঘটিলে অথবা আদালত কর্তৃক সাজাপ্রাপ্ত বা দেউলিয়া ঘোষিত হইলে, সে ক্ষেত্রে তাহার সদস্য পদ প্রাপ্তি/পূণর্বহালের কোন অবকাশ থাকিবে না।

ধারা-১৩ ঃ সাংগঠনিক কাঠামো ঃ

সংস্থার সামগ্রীক উন্নয়ন ও কর্মসূচী বাস্তবায়নের জন্য ৩ (তিন) শ্রেণীর পরিষদ থাকিবে।

১৩.১। সাধারণ পরিষদ।

১৩.২। কার্যনির্বাহী পরিষদ।

১৩.৩। উপদেষ্টা পরিষদ।

ধারা-১৪ ঃ সাধারণ পরিষদ ঃ

১৪.১। সাধারণ পরিষদের গঠন ও সদস্য সংখ্যা ঃ

সাধারণ, প্রতিষ্ঠাতা ও দাতা সদস্য/সদস্যা লইয়া এই পরিষদ গঠিত হইবে। ইহা সর্বোচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন পরিষদ এবং সংস্থার সকল ক্ষমতার উৎস। পুরুষ এবং মহিলা সদস্যসহ এ পরিষদের সদস্য সংখ্যা নির্ধারিত থাকিবে না।

১৪.২। সাধারণ পরিষদের দায়িত্ব ও কর্তব্য ঃ

১৪.২.১। সাধারণ পরিষদ ৩ (তিন) বৎসরের জন্য প্রস্তাব, সমর্থন বা নির্বাচনের মাধ্যমে কার্যনির্বাহী পরিষদ গঠন করিবে।

১৪.২.২। সাধারণ পরিষদ সংগঠনের সকল পরিকল্পনা ও বাজেট অনুমোদন করিবে।

১৪.২.৩। সংগঠনের বাৎসরিক আয় ব্যয়ের হিসাব অনুমোদন করিবে।

১৪.২.৪। সংগঠন কর্তৃক পরিচালিত প্রকল্প সমুহ অনুমোদন করিবে।

১৪.২.৫। গঠনতন্ত্র অনুমোদন করিবে। গঠনতন্ত্রের ধারা উপ-ধারা পরিবর্তন পরিবর্ধন বা সংশোধন করিবে।

১৪.২.৬। কার্যনির্বাহী পরিষদ কোন সিদ্ধান্ত গ্রহনে ব্যর্থ হইলে সাধারণ পরিষদ সেই সিদ্ধান্ত গ্রহন করিবে এবং তাহাই কার্যকর বলিয়া গণ্য হইবে।

১৪.২.৭। সাধারণ পরিষদ বাৎসরিক কর্মকৌশল প্রণয়ন ও পরিকল্পনা অনুমোদন করিবে।

১৪.২.৮। বিগত বছরের কার্যক্রমের প্রতিবেদন ও নিরীক্ষা প্রতিবেদন অনুমোদন করিবে।

১৪.২.৯। নিরীক্ষক (অডিটর) নিয়োগ করিবে।

১৪.২.১০। সংস্থার মূল নীতিমালা, সকল প্রকার বিধি ও উপ-বিধির চূড়ান্ত অনুমোদন করিবে।

১৪.২.১১। সংস্থার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের সাথে সম্পৃক্ত যে কোন কাজ বা সার্বিক উন্নতিকল্পে সকল ধরনের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহন করিতে পারিবে।

ধারা-১৫ ঃ কার্য নির্বাহী পরিষদ ঃ

নির্বাহী পরিষদ বা কার্যনির্বাহী পরিষদ বা কার্যকরী পরিষদ-এর গঠন, মেয়াদ, সদস্য সংখ্যাঃ

১৫.১। নির্বাচনের মাধ্যমে বা সাধারণ পরিষদের মনোনিত সদস্যদের সমন্বয়ে নির্বাহী পরিষদ গঠিত হইবে।

১৫.২। **কার্যনির্বাহী** পরিষদের মেয়াদকাল ৩(তিন) বৎসর হইবে।

১৫.৩।কার্যনির্বাহী পরিষদের সকল কর্মকর্তা ও সদস্য/সদস্যাদের পদ অবৈতনিক হইবে এবং তাহারা কোন পারিশ্রমিক দাবী করিতে পারিবেন না। যে কোন সভায় ও বিশেষ কোন দায়িত্ব পালনের সময় সদস্যগণকে কার্যনির্বাহী পরিষদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী যুক্তি সংগত সম্মানী ভাতা প্রদান করা যাইতে পারে।

১৫.৪। নির্বাহী পরিষদের সদস্য সংখ্যা হইবে ৩১-৫১ জন। তবে প্রয়োজন বোধে গঠনতন্ত্রের সংশোধন ও সংযোজন পূর্বক সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের অনুমোদন সাপেক্ষে কার্যনির্বাহী পরিষদের সদস্য পদ বাড়ানো বা কমানো যাইবে।

১৫.৫। কার্যনিবাহী পরিষদে ০১-০৩ জন মহিলা সদস্য থাকিবেন।

১৫.৬। কার্যনির্বাহী পরিষদের কাঠামো হবে নিম্নরূপ ঃ

১.	সভাপতি	১ জন।
২.	সহ-সভাপতি	৪ জন।
৩.	সাধারণ সম্পাদক	১ জন।
৪.	যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক	৪ জন।
৫.	কোষাধ্যক্ষ	১ জন।
৬.	সাংগঠনিক সম্পাদক	২ জন।
৭.	সমাজকল্যাণ সম্পাদক	১ জন।
৮.	প্রচার সম্পাদক	১ জন।
৯.	ক্রীড়া বিষয়ক সম্পাদক	১ জন।
১০.	আইন বিষয়ক সম্পাদক	১ জন।
১১.	স্বাস্থ্য বিষয়ক সম্পাদক	১ জন।
১২.	দপ্তর সম্পাদক	১ জন।
১৩.	সদস্য	৩২ জন।
	সর্বমোট ঃ	**৫১ জন।**

১৫.৭। কার্যনির্বাহী পরিষদের দায়িত্ব ও কর্তব্য ঃ

১৫.৭.১। কার্যনির্বাহী পরিষদ প্রতিষ্ঠানের সর্বোচ্চ প্রশাসনিক পরিষদ এবং এই পরিষদ নীতি নির্ধারণী পরিষদ বলিয়া বিবেচিত হইবে।

১৫.৭.২। প্রতিষ্ঠানের পরিচালনার জন্য কার্যভার এই পরিষদের উপর ন্যস্ত থাকিবে। সংবিধানের ধারা মোতাবেক সংস্থার পরিচালনা উন্নয়নমূলক পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করা এবং প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য ও আদর্শকে সত্যিকার রূপদান করাই এই পরিষদের প্রধান কাজ।

১৫.৭.৩। সদস্য পদ অনুমোদন ও বাতিল করণ।

১৫.৭.৪। এই পরিষদ সংস্থার যাবতীয় আয় ব্যয়ের হিসাব ও সম্পত্তি সংরক্ষণ করিবে। সংস্থার কর্মকান্ড তদারকি করিবে এবং সংস্থার স্বার্থে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগ করিবে।

১৫.৭.৫। প্রতিষ্ঠানের সকল আয় ব্যয়ের হিসাব সমূহ অনুমোদন করিবে এবং চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য বাৎসরিক সাধারণ পরিষদের সভায় পাশ করাইয়া লইবে।

১৫.৭.৬। এই পরিষদ সংস্থার বিশেষ কার্যক্রম সম্প্রসারনের স্বার্থে সাধারণ পরিষদের সদস্য/সদস্যা বা বাহিরের পেশাগত দক্ষতা সম্পন্ন লোকের সমন্বয়ে উপ-কমিটি গঠন করিতে পারিবে।

১৫.৭.৭। এই পরিষদ তারিখ, স্থান, সময় নির্ধারণ করিয়া সাধারণ পরিষদের সভা আহবান করিবে।

১৫.৭.৮। নিয়োগ বিধি অনুযায়ী সংস্থার কাজে বেতনভূক্ত/অবৈতনিক কর্মকর্তা/কর্মচারী নিয়োগ বা বরখাস্ত করিবেন। সংগঠনের কর্মকর্তা, কর্মচারীদের জন্য অনিয়ম বা ক্ষতিকারক কার্যক্রমের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে ও দায়িত্বের প্রতি কোন কর্মকর্তা, কর্মচারী বা কোন সদস্য শৈথিল্যতা প্রদর্শন করিলে যথযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

১৫.৭.৯। প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়নে কার্যনির্বাহী পরিষদ বিভিন্ন ধরণের ব্যবস্থাপনা বিষয়ক নীতিমালা, বিভিন্ন ধরনের বিধিবিধান, কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বেতন কাঠামো নির্ধারণ, চাকুরীবিধি এবং হিসাব ম্যানুয়াল, লজিষ্টিক সাপ্লাই ম্যানুয়াল প্রণয়নসহ অফিস কর্মসূচী, সাপ্তাহিক ছুটির দিন/তারিখ নির্ধারণ করা ম্যানুয়াল, সার্ভিস রুল প্রণয়নে একনিষ্ঠ ভূমিকা পালন করিবে।

১৫.৭.১০। নির্বাহী পরিষদ যে কোন কাজে যে কোন কর্মকর্তা/সদস্যকে ডেলিগেট করিতে পারিবেন।

১৫.৭.১১। নির্বাহী পরিষদ সাধারণ পরিষদ-এর নিকট দায়বদ্ধ থাকিবে।

আরা-১৬ ঃ কো-অপ্ট/শূণ্য পদ পূরণ ঃ

কোন সদস্যের পদত্যাগ, মৃত্যু অথবা অন্য কোন কারণবশতঃ কার্যনির্বাহী পরিষদের কোন পদ শূণ্য হইলে কার্যনির্বাহী পরিষদ সংখ্যা গরিষ্ঠের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অন্তর্বর্তীকালীণ সময়ের জন্য সাধারণ পরিষদের কোন সদস্যকে কার্যকরী পরিষদের উক্ত শূণ্য পদে কো-অপ্ট করিতে পারিবেন। পদ শূণ্য হওয়ার ৩০ (ত্রিশ) কর্মদিবসের মধ্যে এই শূণ্যপদ পূরণ করিতে হইবে। তবে পরবর্তী সাধারণ সভায় এ বিষয়ে অনুমোদন গ্রহণ করিতে হইবে। সাধারণ পরিষদের সদস্যপদ শূণ্য হইলে তাহা পূরণ করিবার জন্য কার্যনির্বাহী পরিষদ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন করিবে।।

ধারা -১৭ ঃ কার্যনির্বাহী পরিষদের সদস্যদের দায়িত্ব ও কর্তব্য ঃ

১৭.১- সভাপতি ঃ

১৭.১.১ । সভাপতি সংগঠনের সর্বোচ্চ পদাধিকারী এবং প্রধান ব্যক্তি হইবেন।

১৭.১.২। সাধারণ পরিষদের ও কার্যকরী পরিষদের সভায় সভাপতিত্ব করিবেন। তাহার উপস্থিতিতে অন্য কেউ সভাপতিত্ব করিতে পারিবেন না। তাহার বিবেচনায় উভয় পরিষদের সভায় কার্যধারা সংস্থার স্বার্থের পরিপন্থি হইলে তিনি সেই সভা মূলতবী ঘোষনা করিতে পারিবেন।

১৭.১.৩। সংগঠনের প্রধান হিসাবে যাবতীয় কাজের পরিচালনা ও তদারকি করিবেন।

১৭.১.৪। তিনি সংগঠনের সকল সভায় তাহার ভোটাধিকার প্রয়োগ করিবেন। কোন সভায় সিদ্ধান্ত গ্রহনে সদস্যদের মতামত সমতা পূর্ণ হইলে সভাপতির সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

১৭.১.৫। সংগঠনের পক্ষে সকল অফিস ও সংস্থার সহিত যোগাযোগ করিবেন।

১৭.১.৬। তিনি সকল সভার কার্যবিবরণীতে স্বাক্ষর করিবেন ও সংস্থার সকল সিদ্ধান্ত সভাপতি কর্তৃক অনুমোদিত না হইলে বাস্তবায়ন যোগ্য হইবে না।

১৭.১.৭। সভাপতি জরুরী অবস্থায় যে কোন সময় জরুরী বা বিশেষ সভা আহবান করিতে পারিবেন।

১৭.১.৮। সভাপতি সকল পরিচালনা কমিটির সদস্যদের নিকট কৈফিয়ত তলব করিতে পারিবেন।

১৭.১.৯। সাধারণ পরিষদ বা নির্বাহী পরিষদের কোন সদস্য নিজ দায়িত্বের প্রতি শৈথিল্যতা প্রদর্শন করিলে বা কোন সদস্যের নৈতিক স্খলন ঘটিলে সভাপতি তাহার সদস্য পদ সাময়িকভাবে স্থগিত করিতে পারিবেন। তবে পরবর্তী কার্যনির্বাহী পরিষদের সভায় তাহা অনুমোদন করিয়া লইতে হইবে।

১৭.১.১০। সভাপতি তাহার সার্বিক কাজের জন্য সংগঠনের সাধারণ পরিষদের কাছে দায়ী থাকিবেন।

১৭.২। সহ-সভাপতি ঃ

তিনি সভাপতির সকল কাজে সহযোগীতা করিবেন। তিনি সভাপতির অনুপস্থিতিতে তাহার সকল দায়িত্ব পালন করিবেন।

১৭.৩। সাধারণ সম্পাদক ঃ

১৭.৩.১। সাধারন পরিষদ ও কার্যনির্বাহী পরিষদের সকল সভায় কার্য বিবরণী লিপিবদ্ধ করিবেন এবং তাহা সংরক্ষণ ও যথাযথ ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের নিকট প্রেরণ করিবেন।

১৭.৩.২। তিনি সভাপতির সহিত আলোচনা সাপেক্ষে সভার আলোচ্য সূচী নির্ধারণ করিবেন এবং সভা আহবান করিবেন।

১৭.৩.৩। তিনি সংগঠনের পরিকল্পনা বাজেট ও অন্যান্য যাবতীয় কর্মকান্ডের প্রতিবেদন ও বিবরণ সভায় পেশ করিয়া পরিষদের অনুমোদন গ্রহণ করিবেন।

১৭.৩.৪। সভাপতি অথবা কার্যনির্বাহী পরিষদ কর্তৃক প্রদত্ত যে কোন সাংগঠনিক দায়িত্ব পালন করিবেন।

১৭.৩.৫। তিনি তাহার যাবতীয় কাজের জন্য সভাপতির নিকট দায়ী থাকিবেন।

১৭.৪। যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদকঃ

তিনি সাধারণ সম্পাদকের সকল কাজে সহযোগীতা করিবেন এবং সাধারণ সম্পাদকের অনুপস্থিতিতে তাহার সকল দায়িত্ব পালন করিবেন।

১৭.৫। কোষাধ্যক্ষ ঃ

১৭.৫.১। প্রতিষ্ঠানের আয়-ব্যয় ও সম্পত্তির যাবতীয় হিসাব সংরক্ষণ করিবেন। বাৎসরিক বাজেট প্রনয়ন করিবেন এবং তাহা সাধারণ সম্পাদকের নিকট দাখিল করিবেন।

১৭.৫.২। তিনি সংগঠনের উন্নতি কল্পে, চাঁদা, অনুদান ইত্যাদি গ্রহন ও আদায় করিবেন। তিনি সংস্থার ক্যাশ বহি,লেজার ও ভাউচার সমূহ সংরক্ষণ করিবেন।

১৭.৫.৩। তিনি নিয়মিত আর্থিক প্রতিবেদন প্রস্তুত করিয়া সাধারণ সম্পাদকের নিকট দাখিল করিবেন।

১৭.৫.৪। সভাপতি/সাধারণ সম্পাদকের অনুরোধে অর্থনৈতিক যে কোন দায়িত্ব পালনে সচেষ্ট হইবেন এবং জবাব দানে বাধ্য থাকিবেন।

১৭.৬। সাংগঠনিক সম্পাদক ঃ

১৭.৬.১। সংগঠন সম্প্রসারণ ও সদস্য সংগ্রহ:সংগঠনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের লক্ষ্যে দেশব্যাপী সদস্য সংগ্রহ, শাখা/ইউনিট গঠন ও সাংগঠনিক কাঠামো সম্প্রসারণে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

১৭.৬.২। সাংগঠনিক তদারকি ও সমন্বয়: কেন্দ্রীয় কমিটির নির্দেশনা অনুযায়ী অধিভুক্ত কমিটি উপ-কমিটির কার্যক্রম তদারকি, সমন্বয় ও মূল্যায়ন করা এবং প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা প্রদান করা।

১৭.৬.৩। কমিটি গঠন ও পুনর্গঠন: গঠনতন্ত্র অনুসারে কমিটি, উপ-কমিটি গঠন, পুনর্গঠন বা বিলুপ্তির বিষয়ে সুপারিশ প্রণয়ন ও কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

১৭.৬.৪। ডাটাবেইজ ও নথি সংরক্ষণ: সদস্য তালিকা, কমিটির তথ্য, অনুমোদনপত্র ও সাংগঠনিক প্রতিবেদন সংরক্ষণ ও হালনাগাদ রাখা।

১৭.৬.৫। সভা ও কর্মসূচি বাস্তবায়ন: কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সাংগঠনিক সভা, সম্মেলন, কর্মশালা ও প্রশিক্ষণ কর্মসূচি আয়োজন ও বাস্তবায়নে দায়িত্ব পালন করা।

১৭.৬.৬। শৃঙ্খলা রক্ষা: গঠনতন্ত্র, আচরণবিধি ও সংগঠনের নীতিমালার পরিপন্থী কোনো কার্যক্রম পরিলক্ষিত হলে তা তদন্তপূর্বক কেন্দ্রীয় কমিটিকে অবহিত করা এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণে সহায়তা করা।

১৭.৬.৭। প্রতিবেদন প্রদান: প্রতিটি নির্ধারিত সভায় সাংগঠনিক অগ্রগতি, সমস্যা ও সুপারিশ সংবলিত লিখিত প্রতিবেদন উপস্থাপন করা।

১৭.৬.৮। বিশেষ দায়িত্ব পালন:সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক কর্তৃক অর্পিত অন্যান্য সাংগঠনিক দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করা।

১৭.৭। সমাজকল্যাণ সম্পাদকঃ

১৭.৭.১। সমাজকল্যাণ সম্পাদক সামাজিক কার্যক্রম গ্রহন করিবেন এবং সাধারণ সম্পাদকের নিকট পেশ করিবেন, কার্যনির্বাহী পরিষদ সভায় অনুমোদন এবং প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দের পরে তাহা বাস্তবায়ন করিবেন।

খ) সভাপতি/সাধারণ সম্পাদকের অনুরোধে যে কোন দায়িত্ব পালনে সচেষ্ট হইবেন এবং জবাব দানে বাধ্য থাকিবেন।

১৭.৮। প্রচার সম্পাদকঃ

১৭.৮.১। কার্যনির্বাহী পরিষদ সভায় অনুমোদিত সকল প্রকার কর্মসূচি এবং সাংগঠনিক বিষয়সুমহ প্রচারনা এবং প্রকাশনার দায়িত্ব পালন করিবেন।

১৭.৮.২। সভাপতি/সাধারণ সম্পাদকের অনুরোধে যে কোন দায়িত্ব পালনে সচেষ্ট হইবেন এবং জবাব দানে বাধ্য থাকিবেন।

১৭.৯। ক্রিড়া বিষয়ক সম্পাদকঃ

১৭.৯.১। কার্যনির্বাহী পরিষদ সভায় ক্রিড়া বিষয়ক যে কোন কর্মসূচি অনুমোদিত হইলে তাহা বাস্তবায়ন করিবেন।

১৭.৯.২। সভাপতি/সাধারণ সম্পাদকের অনুরোধে যে কোন দায়িত্ব পালনে সচেষ্ট হইবেন এবং জবাব দানে বাধ্য থাকিবেন।

১৭.১০। আইন বিষয়ক সম্পাদকঃ

১৭.১০.১। সাংগঠনিক ভাবে আইন বিষয়ক যে কোন প্রয়োজনীয়তা দেখা দিলে কার্যনির্বাহী পরিষদ সভার অনুমোদন সাপেক্ষে তাহা সমাধানে বাস্তবসম্মত উদ্যোগ গ্রহন করিবেন।

১৭.১০.২। সভাপতি/সাধারণ সম্পাদকের অনুরোধে যে কোন সাংগঠনিক দায়িত্ব পালনে সচেষ্ট হইবেন এবং জবাব দানে বাধ্য থাকিবেন।

১৭.১১। স্বাস্থ্য বিষয়ক সম্পাদকঃ

১৭.১১.১। কার্যনির্বাহী পরিষদ সভায় অনুমোদন সাপেক্ষে স্বাস্থ্য বিষয়ক যে কোন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করিবেন।

১৭.১১.২। সভাপতি/সাধারণ সম্পাদকের অনুরোধে যে কোন সাংগঠনিক দায়িত্ব পালনে সচেষ্ট হইবেন এবং জবাব দানে বাধ্য থাকিবেন।

১৭.১২। দপ্তর সম্পাদকঃ

১৭.১২.১। দাপ্তরিক সকল কাজের দায়িত্ব পালন করিবেন।

১৭.১২.২। কার্যনির্বাহী পরিষদ সভায় অনুমোদন সাপেক্ষে দপ্তর পরিচালনা করিবেন।

১৭.১২.৩। সভাপতি/সাধারণ সম্পাদকের অনুরোধে যে কোন সাংগঠনিক দায়িত্ব পালনে সচেষ্ট হইবেন এবং জবাব দানে বাধ্য থাকিবেন।

১৭.১৩। কার্যনির্বাহী পরিষদ সদস্যদের দায়িত্ব ও ক্ষমতা ঃ

কার্যনির্বাহী পরিষদের সদস্যগণ সংগঠনের সার্বিক উন্নয়ন তৎপরতায় পরামর্শ দান এবং প্রকল্প গ্রহন ও বাস্তবায়ন সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহনের জন্য নির্বাহী পরিষদ সভায় অংশ গ্রহনের মাধ্যমে সক্রিয় ভূমিকা রাখিবেন। সংগঠনের স্বার্থে প্রকল্প পরিদর্শন, তহবিল সংগ্রহ ও কার্যক্রম মূল্যায়ন বিষয়ে সক্রিয় ভূমিকা পালন করিবেন।

ধারা-১৮ ঃ উপদেষ্টা পরিষদ ঃ

বাংলাদেশের যে কোন গণ্যমান্য ব্যক্তিকে কার্যকরী পরিষদের সিদ্ধান্তে এই সংস্থার উপদেষ্টা সদস্য পদে অন্তর্ভূক্ত করা যাইবে। উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য সংখ্যা হইবে ৭ (সাত) জন। তার মধ্যে ১ জন প্রধান উপদেষ্টা ও ৬ জন উপদেষ্টা হইবেন। তাহাদের মেয়াদ ২ (দুই) বৎসর পর্যন্ত স্থায়ী থাকিবে। সদস্য পদের জন্য তাহাকে কোন প্রকার চাঁদা দিতে হইবে না। কিন্ত তাহারা ইচ্ছাকৃত ভাবে কোন কিছু দান করিতে চাহিলে তাহা গ্রহন করা যাইবে। সংগঠনের উভয় পরিষদের সভায় আমন্ত্রিত হইতে পারিবেন এবং সংগঠন সংক্রান্ত উপদেশ প্রদান করিতে পারিবেন।

ধারা-১৯ কার্যনির্বাহী পরিষদের নির্বাচন পদ্ধতি ঃ

১৯.১। প্রতি ০৩ (তিন) বছর পর পর কার্যনির্বাহী পরিষদ গঠনের জন্য সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইবে।

১৯.২। নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করিবেন না এরূপ সদস্যদের মধ্য হইতে অথবা কার্যনির্বাহী পরিষদের ২/৩ সদস্যের নিকট গ্রহনযোগ্য গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গের সমন্বয়ে সাধারণ পরিষদ কর্তৃক ০৩ (তিন) সদস্য বিশিষ্ট একটি নির্বাচন কমিটি গঠন করিতে হইবে। উক্ত কমিটিতে ০১ (এক) জন প্রধান নির্বাচন কমিশনার, ০২ (দুই) জন নির্বাচন কমিশনার থাকিবেন। নির্বাচন কমিটি নির্বাচন পর্ব শেষ হওয়ার পর পরই বিলুপ্ত হইবে। নির্বাচন কমিশনের কেউ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে পারিবেন না কিংবা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করিতে পারিবেন না।

১৯.৩। সদস্য পদ লাভ করার পর ৯০ দিন পূর্তি না হওয়া পর্যন্ত, কোন সদস্য ভোট প্রার্থী বা ভোটার হইতে পারিবেন না। নির্বাচনের ৯০ দিন পূর্বে খড়সা ভোটার তালিকা এবং ৬০ দিন পূর্বে কার্যনির্বাহী পরিষদ কর্তৃক অনুমোদিত চূড়ান্ত ভোটার তালিকা নোটিশ বোর্ডে ঝুলাইতে হইবে। যে সকল সদস্য সংস্থার সকল পাওনা পরিশোধ করিবেন এবং চূড়ান্ত ভোটার তালিকায় যাহাদের নাম থাকিবে কেবল মাত্র সেই সকল সদস্য/সদস্যা ভোটে অংশ গ্রহণ করিতে পারিবেন।

১৯.৪। নির্বাচন কমিটি নির্বাচনের তারিখ ও সময় সাধারণ সদস্যদের অবগতির জন্য নোটিশ বোর্ডে ঝুলানোর ব্যবস্থা করিবেন এবং সুষ্ঠুভাবে নির্বাচন সম্পন্ন করিবার জন্য সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন এবং নির্বাচন তফশীল ঘোষণা সহ নির্বাচন সংক্রান্ত যাবতীয় কাজ সম্পাদন করিবেন।

১৯.৫। প্রার্থীকে নির্বাচনের নমিনেশন পেপার নির্বাচন অফিস হইতে উত্তোলন পূর্বক নির্বাচনী তফশীল অনুযায়ী যথাযথভবে পূরণ করিয়া জমা দিতে হইবে। নমিনেশন পেপার যথাযথভাবে পূরণ না থাকিলে বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে। কেবল মাত্র নির্বাচন কমিটি কর্তৃক মনোনীত ব্যক্তিই নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করিবেন।

১৯.৬। সকল নিয়মিত সাধারণ পরিষদ সদস্য ভোটার হিসাবে গণ্য হইবেন। নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে ইচ্ছুক প্রার্থীগণ সভাপতি ও সাধারন সম্পাদক পদের জন্য ৫০০০/=টাকা এবং অন্যান্য পদের জন্য ৩০০০/= টাকা অফেরৎযোগ্য ফি প্রদান পূর্বক মনোনয়ন পত্র সংগ্রহ করিয়া আবেদন করিতে হইবে। উক্ত টাকা সংগঠনের তহবিলে জমা হইবে।

১৯.৭। উপস্থিত ভোটের ২৫% কম ভোট পেলে প্রতিদ্বন্দ্বীর জামানত বাজেয়াপ্ত বলিয়া গণ্য হইবে। মনোনয়ন পত্র প্রত্যাহারকারীকে জামানতের টাকা ফেরৎ দেওয়া হইবে। বাজেয়াপ্ত জামানতের টাকা সংস্থার তহবিলে জমা হইবে। জামানতের অর্থ কার্যনির্বাহী পরিষদ নির্ধারণ করিবে।

১৯.৮। নির্বাচনে প্রতিটি ভোটার প্রতিটি পদের জন্য একটি করিয়া ভোট দিতে পারিবেন এবং একজন ভোটার একাধিক পদের জন্য প্রার্থী হইতে পারিবেন না। যদি কোন সময় প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারীগণ সমান সংখ্যক ভোট পান তাহা হইলে নির্বাচন কমিশন লটারির মাধ্যমে চূড়ান্ত ফলাফল ঘোষণা করিতে পারিবেন।

১৯.৯। প্রত্যেক সদস্য একাধিকবার কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য হওয়ার জন্য নির্বাচনে অংশগ্রহণ করিতে পারিবেন।

১৯.১০। নির্বাচন গোপন ব্যালট বা হাত উত্তোলনের মাধ্যমে বা কণ্ঠভোটের মাধ্যমে হইবে। ভোট দান শেষ হওয়ার পর ঐদিনই ফলাফল ঘোষণা করা হইবে। প্রার্থী নিজে অথবা তাঁর মনোনীত ব্যক্তি ভোট গণনার সময় উপস্থিত থাকিতে পারিবেন।

১৯.১১। মেয়াদ শেষ হওয়ার কমপক্ষে ১৫ (পনের) দিন পূর্বে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইবে। নির্বাচন পরবর্তী৭ দিনের মধ্যে পুরাতন কমিটি, নির্বাচিত নুতন কমিটির নিকট দায়িত্ব হস্তান্তর করিতে বাধ্য থাকিবে। উক্ত সময়ের মধ্যে দায়িত্ব হস্তান্তর না করিলে, সরাসরি নির্বাচিত নুতন কমিটির উপর দায়িত্ব বর্তাইবে।

১৯.১২। নির্বাচন সংক্রান্ত সকল বিষয়ে নির্বাচন কমিশনারের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

১৯.১৩। কোন কারণে নির্দিষ্ট সময়ে নির্বাচন অনুষ্ঠিত না হইলে, চলমান কার্যনির্বাহী কমিটি মেয়াদ পরবর্তী ৯০ (নব্বই) দিন পর্যন্ত বর্ধিত হইবে এবং উক্ত কমিটি দায়িত্ব পালন করিবেন। তাঁহারা উক্ত ৯০ দিনের মধ্যে অবশ্যই নির্বাচন অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করিবেন।

ধারা-২০ ঃ সভার নাম, নোটিশ ও কোরাম ঃ

২০.১। সাধারণ পরিষদের সভা ও নোটিশ ঃ

২০.১.১। বৎসরে কমপক্ষে ১ (এক) টি সাধারণ পরিষদের সভা অনুষ্ঠিত হইবে।

২০.১.২। প্রতি বৎসর জুলাই মাস হইতে জুন মাস পর্যন্ত অর্থবছর ধরিয়া বাৎসরিক হিসাব সমাপনান্তে সাধারণ পরিষদের একটি সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হইবে।

২০.১.৩। সাধারণ পরিষদের সভার নোটিশ কমপক্ষে ১৫ (পনের) দিন পূর্বে, জরুরী সভা ৭ (সাত) দিন পূর্বে ও অতি জরুরী সভার বিজ্ঞপ্তি ৩ (তিন) দিন পূর্বে আহবান করিতে হইবে।

২০.১.৪। বাজেট পাশ, গঠনতন্ত্র সংশোধন, বার্ষিক কার্যবিবরণী অনুমোদন ইত্যাদির জন্য নোটিশ কমপক্ষে ১৫ (পনের) দিন পূর্বে প্রদান করিতে হইবে।

২০.২। কার্যনির্বাহী পরিষদের সভা ও নোটিশ ঃ

২০.২.১। কার্যনির্বাহী পরিষদের সদস্য/সদস্যাদের নিয়ে এই সভা অনুষ্ঠিত হইবে। প্রতি ৩ (তিন) মাস অন্তর কমপক্ষে একবার এই সভা অনুষ্ঠিত হইবে অর্থাৎ বছরে কমপক্ষে ৪টি সভা অনুষ্ঠিত হইবে।

২০.২.২। কার্যনির্বাহী পরিষদের সভা ৭ (সাত) দিন পূর্বে, জরুরী এবং অতি জরুরী সভার ২৪ (চব্বিশ) ঘন্টা পূর্বে নোটিশ প্রদান করিতে হইবে।

২০.৩। মুলতবী সভা ঃ

মূলতবী ঘোষিত সভার স্থান, তারিখ ও সময় নির্ধারণ করতঃ পরবর্তী সভার অসমাপ্ত সিদ্ধান্ত গ্রহনের জন্য সভা মুলতবী হওয়া থেকে পরবর্তী ৭ দিনের মধ্যে অবশ্যই এই মূলতবী সভা আহবান করিতে হইবে।

২০.৪। তলবী সভা ঃ

দীর্ঘদিন যাবৎ গঠনতন্ত্র বহির্ভূত ভাবে সভা আহবান হইতে বিরত থাকিলে সাধারণ সদস্য/সদস্যার দুই তৃতীয়াংশ একত্রিত হ্ইয়া লিখিত ভাবে সভা আাহবানের জন্য প্রথমে সাধারণ সম্পাদক বরাবরে আবেদন করিবেন। তিনি সভা আহবান করিতে ব্যর্থ হইলে পুনরায় সভাপতি বরাবরে আবেদন করিতে হইবে। এই আবেদন প্রাপ্তীর ৭ (সাত) দিনের মধ্যে তিনিও সভা আহবানে ব্যর্থ হইলে ২/৩ অংশ সদস্য/সদস্যা সম্মতিক্রমে সভা আহবানের মাধ্যমে ২/৩ অংশ সদস্য/সদস্যার উপস্থিতিতে সিদ্ধান্ত গৃহীত হইবে। সে সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

২০.৫। সভার কোরাম ঃ

২০.৫.১। সাধারণ সভা ও কার্যনির্বাহী পরিষদের সভা ২/৩ অংশ সদস্যের উপস্থিতিতে কোরাম পূর্ণ হইবে।

২০.৫.২। মূলতবী সভার জন্য কোন কোরাম প্রয়োজন হইবে না।

ধারা-২১ ঃ অনাস্থা প্রস্তাব ঃ

কার্যনির্বাহী পরিষদের বিরুদ্ধে অনাস্থা আনিতে হইলে, সাধারণ সদস্য ২/৩ অংশ এর লিখিত সমর্থন সহ সাধারণ সভায় ০১ (এক) মাসের মধ্যে পেশ করিতে হইবে। উক্ত ক্ষেত্রে সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যদের সমর্থনেই অনাস্থা প্রস্তাব পাশ হইবে। এই সভায় কার্য পরিচালনার জন্য একটি অস্থায়ী কমিটি গঠন করিতে হইবে। এই কার্যনির্বাহী পরিষদ গঠনের ০১ (এক) মাসের মধ্যে সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত করিয়া পূর্ণাঙ্গ কার্যনির্বাহী পরিষদ গঠন করিতে পারিবে। সে ক্ষেত্রে উক্ত পূর্ণাঙ্গ কার্যনির্বাহী পরিষদের তালিকা রেজিস্ট্রেশন কর্তৃপক্ষের অনুমোদন নিতে হইবে।

ধারা-২২ ঃ নিয়োগ বিধি ঃ

সংগঠনের কাজ সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য কর্মকর্তা বা কর্মচারী নিয়োগ করা যাইবে। তবে নিয়োগের পূর্বে একটি নিয়োগ বিধি প্রণয়ন করিতে হইবে এবং নিয়োগ বিধিতে চাকুরী সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয় উল্লেখ থাকিবে। উক্ত নিয়োগ বিধিটি কার্যনির্বাহী পরিষদ কর্তৃক অনুমোদিত হইতে হইবে। উক্ত নিয়োগ বিধি অনুযায়ী কার্যনির্বাহী পরিষদ একটি নিয়োগ বোর্ড গঠন পূর্বক সংস্থায় পরিচালক নিয়োগ করিবেন। কার্যনির্বাহী পরিষদ এর পক্ষে নিয়োগ পত্রে সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক স্বাক্ষর করিবেন। পরিচালক কর্মকর্তা/কর্মচারীদের পরিচালনা করিবেন। পরিচালক কার্যনির্বাহী পরিষদের অনুমোদনক্রমে নিয়োগ বিধি মোতাবেক কর্মকর্তা কর্মচারীদের নিয়োগ, পদোন্নতি, বদলী, শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ, চাকুরী হইতে সাময়িকভাবে বরখাস্ত, চাকুরীচ্যুত সংক্রান্ত যাবতীয় পদক্ষেপ গ্রহন করিবেন। তিনি কর্মচারীদের ছুটি মঞ্জুরী করিতে পারিবেন।

ধারা- ২৩ ঃ পদত্যাগ ঃ

২৩.১। কার্যকরী পরিষদের সভাপতি পদত্যাগ করিতে চাহিলে সম্পাদকের নিকট লিখিত পদত্যাগ পত্র দাখিল করিতে হইবে। পরবর্তীতে কার্যকরী পরিষদের সভায় অনুমোদন সাপেক্ষে তাহা কার্যকরী হইবে।

২৩.২। সাধারন সম্পাদকসহ অন্যান্য সদস্য/সদস্যা সভাপতির নিকট পদত্যাগ পত্র দাখিল করিতে পারিবেন। পরবর্তীতে কার্যকরী পরিষদের সভায় অনুমোদন সাপেক্ষে তাহা কার্যকরী হইবে।

২৩.৩।পদত্যাগ পত্র দাখিলের ৩ (তিন) মাসের মধ্যে কার্যনির্বাহী পরিষদ সিদ্ধান্ত জানাইতে ব্যর্থ হইলে, পদত্যাগ পত্র গৃহীত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

ধারা- ২৪ ঃ চুক্তিপত্র সম্পাদন ও স্বাক্ষর ঃ

কার্যকরী পরিষদের সিদ্ধান্ত ও অনুমতিক্রমে যে কোন বিষয়ে সরকারী/বে-সরকারী, স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠান, ব্যাংক, বীমাসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তির সঙ্গে চুক্তি পত্র সম্পাদন ও স্বাক্ষর করা যাইবে।

ধারা- ২৫ ক্ষতিপূরণ ঃ

সংগঠনের কোন বেতনভোগী কর্মীর কর্মে নিয়োজিত থাকা অবস্থায় তাহার কোন দুর্ঘটনা ঘটিলে বা তিনি মৃত্যুবরণ করিলে কার্যনির্বাহী পরিষদের সিদ্ধান্তক্রমে যথাসম্ভব ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা নেওয়া যাইতে পারে।

ধারা -২৬ ঃ সংগঠনের তহবিল পরিচালনা পদ্ধতি ঃ

২৬.১। আর্থিক লেনদেনের ক্ষেত্রে প্রধান কার্যালয়ের আওতাভুক্ত এলাকায় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার অনুমোদিত তফসিল ভূক্ত যে কোন ব্যাংকে সংগঠনের নামে চলতি/সঞ্চয়ী হিসাব খুলিতে পারিবে।

২৬.২। কার্যকরী পরিষদের সিদ্ধান্ত মোতাবেক কমপক্ষে ২-৩ (দুই-তিন) জন কার্যনির্বাহী সদস্যের যৌথ স্বাক্ষরে সংগঠনের নামে মাদার ব্যাংক হিসাব পরিচালিত হইবে। তবে তাহাদের মধ্যে পারস্পরিক আত্মীয়তার সম্পর্ক থাকা যাইবে না। সংগঠনের পৃথক পৃথক কর্মসূচি পরিচালনার ক্ষেত্রে কর্মসূচির নামে কার্যনির্বাহী কমিটির সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক সংগঠনে কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারীর যে কোন ৩ (তিন) জনের স্বাক্ষরে ব্যাংক হিসাব খুলিতে হইবে তবে যে কোন ২ (দুই) জনের যৌথ স্বাক্ষরে লেনদেন পরিচালিত হইবে।

২৬.৩। দাতা ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান/দেশের চাহিদা মোতাবেক প্রয়োজনবোধে আলাদা ব্যাংক হিসাব এবং আলাদা হিসাবের খাতা খোলা হইবে।

ধারা- ২৭ ঃ সংস্থার সম্পত্তি ঃ

সংগঠনের সকল স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি সংগঠনের নামে ক্রয় করিতে হইবে। সংগঠনের কার্যনির্বাহী পরিষদের সিদ্ধান্তক্রমে দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিবর্গ সংগঠনের পক্ষে সকল স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি ক্রয়-বিক্রয় করিতে পারিবেন।

ধারা -২৮ ঃ তহবিল/আয়ের উৎস ঃ

১. সদস্যবৃন্দের ভর্তি ফি, চাঁদা ও অনুদান।
২. বৈদেশিক অনুদান, সমমনা বিদেশী দাতা সংস্থা/বিদেশী ব্যক্তির অনুদান।
৩. আয় বৃদ্ধিমূলক কর্মসূচীসহ সংগঠনের বিভিন্ন প্রকল্প/কর্মসূচী হইতে প্রাপ্ত আয়।
৪. সংগঠন কর্তৃক প্রকাশিত বই, সাময়িকী ও অন্যান্য প্রকাশনা বিক্রি হইতে প্রাপ্ত আয়।
৫. গবেষণা কার্যক্রম, প্রশিক্ষণ, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালনা এবং সংগঠনের উদ্দেশ্যের সহিত সঙ্গতিপূর্ণ চুক্তিভিত্তিক কার্যক্রম সম্পাদনের মাধ্যমে অর্জিত আয়।
৬. বৈধ উপায়ে সংগঠনের সম্পদ বিক্রয়, উৎপাদিত পণ্য, ভাড়া বা সদস্যদের শ্রমে অর্জিত অর্থ।
৭. যে কোন সরকারী, আধাসরকারী, অর্থ লগ্নীকারী প্রতিষ্ঠান, ব্যাংক, ঋণ দানকারী সংস্থা ও ব্যক্তির নিকট হইতে গৃহীত ঋণ/অনুদান।
৮. প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট হইতে প্রাপ্ত আয়।
৯. হাসপাতাল/মেডিকেল সেন্টার হইতে প্রাপ্ত আয়।
১০. অন্যান্য।

ধারা -২৯ ঃ আয়ের ব্যবহার ঃ

(১) সংগঠনের উন্নয়নে প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন (২) কর্মচারীদের বেতন ভাতাদি (৩) ষ্টেশনারী মালামাল ক্রয় (৪) সম্মানী ভাতা, প্রশিক্ষণ ব্যয়, (৫) খেলাধুলার আসবাবপত্র ক্রয় (৬) দুঃস্থদের সাহায্য (৭) সংগঠনের জন্য জমি ক্রয় ও গৃহ নির্মাণ (৮) আপ্যায়ন (৯) সদস্যদের আয় বৃদ্ধি মূলক কর্মকান্ড পরিচালনা (১০) যাতায়াত (১১) বিভিন্ন বিল সমূহ (১২) অফিস ভাড়া (১৩) আসবাব পত্র ক্রয় (১৪) ইলেট্রনিক্স দ্রব্যাদি ক্রয় (১৫) বিভিন্ন প্রকার জ্বালানী তেল ক্রয় (১৬) টেলিফোন বিল (১৭) বিভিন্ন ফাউন্ডেশন/সংস্থা হতে প্রাপ্ত অর্থ/সার্ভিস চার্জ প্রদান (১৮) সংগঠনের আদর্শ ও উদ্দেশ্য এর সাথে সঙ্গতিপূর্ন বিবিধ উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হইবে। তবে সদস্যদের মধ্যে এর কোন আয়/লাভ/বোনাস আকারে বন্টন করা যাইবে না।

ধারা -৩০ ঃ অডিট ঃ

প্রতি আর্থিক বছরের জুলাই মাসে বিগত অর্থ বছরের আয় ও ব্যয়ের হিসাব নিকাশ কর্তৃপক্ষ/সরকার অনুমোদিত অডিট ফার্ম দ্বারা অডিট করিতে হইবে।

ধারা -৩১ ঃ গঠনতন্ত্র সংশোধন পদ্ধতি ঃ

প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনে সংবিধানের সংশোধন সংযোজন ও পরিবর্ধন করতে হইলে সাধারণ পরিষদের ২/৩ অংশ সদস্য/সদস্যাদের সিদ্ধান্তে এবং কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে তাহা কার্যকর হইবে।

ধারা -৩২ ঃ সংগঠনের বিলুপ্তি ঃ

কোন সুনির্দিষ্ট কারনে সংস্থার ৩/৪ অংশ সদস্যদের সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে সংস্থার বিলুপ্তি ঘটিবে। কর্তৃপক্ষ সংগঠনের স্থাবর/অস্থাবর যাবতীয় সম্পদ অন্য কোন স্বেচ্ছাসেবী, শিক্ষামূলক বা সেবা মূলক প্রতিষ্ঠানে প্রদানের সিদ্ধান্ত গ্রহন করিতে পারিবেন। তাহা না হইলে বিলুপ্তির পর সম্পদ দেশের চলমান আইন অনুযায়ী হস্তান্তরযোগ্য হইবে।

-ঃঅত্র গঠনতন্ত্র মুল গঠনতন্ত্রর বলে আমরা নিম্ন স্বাক্ষরকারীগণ প্রত্যায়ন করিলামঃ-

ক্রমিক	সদস্যগনের বিবরণ	পদবী	স্বাক্ষর
০১	মুহাঃ নুরুল ইসলাম উজ্জ্বল	সভাপতি	md nurul [illegible] 15-3-25
০২	মো: দেলোয়ার হোসেন	সহ-সভাপতি	Delowar
০৩	~~মো: মিজানুর রহমান~~ মো: বাকিবুল ইসলাম	~~সাধারণ সম্পাদক~~ সহ সাধারন সম্পাদক	Mizan; [illegible]
০৪	মোঃ মোস্তাক মামুন	সাংগঠনিক সম্পাদক	[illegible]
০৫	মো: রাফিকুল ইসলাম (রাকিব)	দপ্তর সম্পাদক	RAKI

সমাপ্ত